সমকাল

তারিখ 27 NOV 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রিয় শাবিপ্রবি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ইয়াসমীন হক
অধ্যাপক, শাবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় এক জায়গায় কাটিয়েছি। আমরা দু'জনেই এ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা আমাদের এই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আমাদের কোনো ভাষা নেই।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দীর্ঘ সময়ে আমরা নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছি। নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি আমাদের আস্থা ছিল বলে আমরা সবকিছু সহ্য করেছি- এমনকি আমরা আমাদের শিশুসন্তানদের বছরের পর বছর ঢাকায় রেখে এই বিশ্ববিদালয়ের জন্য কাজ করেছি। আমরা সব সময়েই জেনে এসেছি, কিছু মানুষ আমাদের বিরোধিতা করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনে এসেছি, এখানকার অসংখ্য মানুষ আসলে আমাদের পাশে আছেন।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি যখন একেবারেই শেষ পর্যায়ে তখন হঠাৎ করে আমরা দেখতে পেলাম, যারা এতদিন সব সময়ে আমাদের পাশে ছিলেন, তারা আমাদের পাশে নেই। সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি বিশ্ববিদালয় তাদের স্বকীয়তা পুরোপুরি বজায় রেখে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। শুধু একদিনে এক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে এবং দেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে ছোটাছুটি করতে হবে না। এই চমৎকার পদ্ধতিটি নিয়ে কারও কোনো দুর্ভাবনা থাকতে পারে, সেটি আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। আমরা পুরোপুরি অবিশ্বাস এবং বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম, বামপন্থি ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমে বিরোধিতার সূচনা করল এবং স্বাভাবিকভাবে সেটি অন্যরা গ্রহণ করল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যখন এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, তখন আমাদের মনে হয়েছে, আমাদের সবকিছু নতুন করে ভেবে দেখার সময় হয়েছে। যারা সব সময়েই আমাদের সবকিছুর [illegible] করে আমরা তাদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে এতদিন কাজ করে এসেছি। কিন্তু যারা আমাদের স্বজন, যাদের পাশে নিয়ে কাজ করে এসেছি- তারা যদি আমাদের পাশে না থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও অতীতে শুধু আমাদের উপস্থিতির জন্য অনেকবার বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নয়, সারাদেশের অসংখ্য ছেলেমেয়েকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলো। আমাদের মনে হয়, আমরা যদি বিদায় নিই, তাহলে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আর এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।

৬০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর নেওয়ার কথা ছিল- আমরা সেভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। সম্প্রতি শিক্ষকদের অবসর নেওয়ার সময় ৬৫ বছর করার কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হয় সেটি আবার গুছিয়ে নেওয়া যাবে। আমাদের একজনের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার ইচ্ছে, সেটিতে হাত দিতে পারব। যে শিশু-কিশোররা চিঠিপত্র লেখে, সময়ের অভাবে তাদের উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না- এখন থেকে সেটি সম্ভব হবে। আমাদের অন্যজনের নির্যাতিত মহিলাদের জন্য কাজ করার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ছিল- এখন সেই পরিকল্পনার জন্য কাজ করতে পারব। এ ছাড়া আমাদের শিক্ষা-গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজ নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে- আমরা এখন তার জন্য কাজ করতে পারব।

এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে নিয়ে পরিপূর্ণ একটি জীবন উপহার দিয়েছে। এই অপূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা- এ বিশ্ববিদ্যালয়টি যখন এই দেশ এবং পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে, তখন আমরা গর্ব করে বলতে পারব, আমরা একসময় এখানে আমাদের শ্রম দিয়েছিলাম।